Cosmo School

**শ্রেণি: অষ্টম**

**বিষয়: বাংলা ১ম পত্র**

**এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম**

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২৩টি বছর ছিল বাঙালিদের ওপর তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতনের সময়কাল। ওই ২৩ বছর বাংলার মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি তো পায়ইনি; বরং বিভিন্ন সময়ে বাঙালির রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। বারবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে বাঙালি অকুতোভয় হয়ে উঠেছে, কোনো অপশক্তিই আর তাদের পরাভূত করতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে তিনি ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কারাবরণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু সারা বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লাখ লোকের উপস্থিতিতে তিনি যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তার মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তির দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রশ্ন: 'আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না'—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, পদের মোহ তাঁর ছিল না। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাননি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে মতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে জয়ী হয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চেয়েছিলেন, কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার মতা হস্তান্তর না করে সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালায়। আবার অধিবেশন বসলে শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাসেম্বলি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব চান না; তিনি চান সাধারণ মানুষের মুক্তি।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়। ফলে মার্চ মাস বাঙালির ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। দেশ ও জাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আজীবন যে সংগ্রাম করে গেছেন, তারই ফলে জয় হয়েছে মানবতার।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধু কেন প্রধানমন্ত্রিত্ব চাননি?

জাতীয় অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ডেকেছিলেন; কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই তিনি হঠাৎ ১লা মার্চ এক ঘোষণায় সেই অধিবেশন স্থগিত করেন। সেই ষড়যন্ত্রমূলক ঘোষণা শুনেই পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন কর,' 'তোমার-আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা', 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' ইত্যাদি স্লোগানে শহর-বন্দর-গ্রাম আন্দোলিত হয়।

প্রশ্ন: কেন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে?